দামুড়হুদায় সার ব্যাবস্থাপনা আইন লঙ্ঘনে দুই প্রতিষ্ঠানের অর্থদণ্ড

দামুড়হুদায় সার ব্যাবস্থাপনা আইন লঙ্ঘনে দুই প্রতিষ্ঠানের অর্থদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে দামুড়হুদা বাজার সংলগ্ন এলাকায় সার ব্যাবস্থাপনা আইন–২০০৬ লঙ্ঘনের দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দুইটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ১৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শাহিন আলম।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে নিবন্ধন না থাকায় দামুড়হুদা বাজার সংলগ্ন মেসার্স আব্দুল ওয়াহেদ প্রতিষ্ঠানের মালিককে সার ব্যাবস্থাপনা আইন–২০০৬ অনুযায়ী ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। এছাড়াও দশনা পুরাতন বাজার এলাকায় অতিরিক্ত সার মজুত রাখার অপরাধে ফাতেমা ট্রেডার্স কে একই আইনে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

অভিযানটি বিকাল সাড়ে ৩টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত পরিচালিত হয়। অভিযান পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সার বাজারে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গায় মাদক বিরোধী অভিযানে ট্যাপেন্টাডল

ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার ৩

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৩০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গত রবিবার রাত সাড়ে নয়টার সময় আলমডাঙ্গা উপজেলার পাঁচলিয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত আসামীরা হলেন, জহুরুল হকের ছেলে মোঃ আশাদুল হক (৪০), আমির আলির ছেলে মোঃ মিল্টন আলী (৩২), মোঃ তুহিন মন্ডল (২৫)। তাদের সকলের বাড়ি পুরাতন বাজার পাঁচলিয়া ।

থানা সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) সঞ্জিত সাহার নেতৃত্বে জামজামি পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার বাজার পাঁচলিয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে নায়েব আলীর বসতবাড়ির সামনে পাকা রাস্তার ওপর থেকে তিনজনকে আটক করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে ৩০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য জব্দ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮-এর ৩৬(১) ধারার সারনির ২৯(ক) ধারায় একটি মামলা (মামলা নং-০৪, তারিখ ৫ জানুয়ারি ২০২৬) দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বানী ইসরাইল জানায়, মাদক নির্মূলে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গায় শীতার্ত মানুষের দুর্ভোগ -ডাউকিতে শীতবস্ত্র

বিতরণ

কনকনে শীতে জুবুথুবু অসহায় মানুষের কষ্ট দিনদিন বেড়েই চলেছে। দিনমজুর, শ্রমিক থেকে কৃষক সকলেই প্রচন্ড শীতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে। সূর্যের আলো দেখা নেই কয়েকদিন থেকে। সকালের ঘন কোঁয়াশায় ঢেকে রেখেছে সারাদিন, সাথে কনকনে ঠান্ডা ঝড়ো হাওয়া জন জীবন দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে।

আলমডাঙ্গায় কনকনে শীতের কামড়ে জর্জরিত অসহায় ছিন্নমূল মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ১০টার দিকে ডাউকি গ্রামের কৃতি সন্তান “উন্নয়ন সংস্থা ” চেয়ারম্যান ও ডাউকি বশিরা মালিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মাহবুবুল হক খোকনের উদ্যোগে ডাউকি গ্রামের প্রায় দুইশতাধিক দুঃস্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

শীতের কম্বল হাতে পেয়ে অনেক অসহায় ও দুস্থ মানুষ খুশির বন্যা বয়ে যায়। পরে দুস্থদের খুঁজে খুঁজে তাদের হাতেও কম্বল তুলে দেওয়া হয়। বিতরণকালে সমাজ সেবা অফিসার মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, এ্যাডঃ ইউনুস আলী, সাবেক ইউপি সদস্য ইয়াকুব আলী, সমাজ সেবক আঃ সাত্তার, সমাজ কর্মী ঠান্ডু রহমানসহ গ্রামবাশী উপস্থিত ছিলেন।

মাদক সম্রাজ্ঞী মিনির রাজত্বে নতুন বেনামবাদশা ছোট জামাই আহাদ-প্রশাসন নির্বিকার

আলমডাঙ্গায় মাদক সাম্রাজ্ঞী “ মিনির” মাদক সাম্রাজ্য আবারও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এলাকায় বেড়েছে চুরির উপদ্রব্য। মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের প্রতিরোধ প্রশ্নের মুখে।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার স্টেশন এলাকায় সকল অপকর্মের তীর্থস্থান। ২০১৮ সালে মাদকবিরোধী ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি ঘোষণার পর আলমডাঙ্গা

উপজেলায় ধারাবাহিক অভিযানে বন্দুকযুদ্ধে তিনজন শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী নিহত হন। এর পরপরই পৌর শহরে আলোচিত ‘মাদক সম্রাজ্ঞী মিনি’র নেতৃত্বাধীন চক্র ভেঙে পড়ে। কয়েক বছর ধরে এলাকায় মাদকদ্রব্যের সরবরাহ ও বিক্রি তুলনামূলকভাবে কমে আসে।

তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, ২০২৪ সালের আগস্টের পর থেকে আবারও সক্রিয় হয়ে উঠেছে সেই চক্র। আলমডাঙ্গা পৌর শহরের রেলওয়ে স্টেশনসংলগ্ন এলাকায় সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ইয়াবা, ট্যাপেন্টা ও গাঁজাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য প্রকাশ্যেই বিক্রি হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও একাধিক সূত্র জানায়, বর্তমানে এই মাদক ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে মাদক সাম্রাজ্ঞী মিনির ছোট জামাই আহাদ আলীর হাতে। তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে পুরো নেটওয়ার্ক। এ কাজে যুক্ত আছেন স্টেশনপাড়ার আলাউদ্দীনের স্ত্রী মিনি খাতুন, ২০১৮ সালে বন্দুকযুদ্ধে নিহত ওল্টু মিয়ার স্ত্রী মায়া খাতুন, রেজাউলের স্ত্রী মুন্নি খাতুন ও তাঁর ছেলে রুবেল হোসেন। রুবেল একাধিক মামলার আসামি হয়ে কারাগারে থাকায় তাঁর স্ত্রী লিজা খাতুন বর্তমানে ব্যবসা দেখভাল করছেন বলে অভিযোগ।

এছাড়া মুন্নির বোন হাসি খাতুন ও তাঁর মেয়ে বৃষ্টি খাতুন, সফু ও তাঁর স্ত্রী রোলা খাতুন এবং সামাদ ও তাঁর স্ত্রী কুটি খাতুনও এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত বলে স্থানীয়দের দাবি।

এলাকাবাসী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ভাষ্য, কারা মাদক ব্যবসা করছে তা পুলিশ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট সবাই জানে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গাসহ বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলাও রয়েছে। তাঁদের বাসাবাড়ির ঠিকানাও প্রশাসনের কাছে সংরক্ষিত। তবু তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছেন।

পুলিশ ও চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকায় মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছে মূলত মিনি ও মুন্নির পরিবারের সদস্যরা। ট্রেনে করে বিভিন্ন স্থান থেকে ইয়াবা, গাঁজা, পেথিডিন ও ফেনসিডিল এনে স্থানীয় সহযোগীদের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। মিনির ছোট জামাই আহাদ আলী ও সামাদ এলাকায় মাদক সম্রাট হিসেবে পরিচিত পেয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না

করার শর্তে বলেন, “তথ্য থাকলেও জনবল ও কৌশলগত সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক সময় প্রত্যাশিত সাফল্য আসে না।”

পুলিশের পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে, মাদকের হোতাদের ধরতে তৎপরতা অব্যাহত আছে। তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দাবি, কিছু অসাধু সোর্স ও কর্মচারী আগাম তথ্য ফাঁস করে দেওয়ায় অভিযান ব্যাহত হচ্ছে।

স্থানীয়দের প্রশ্ন, থানার মাত্র দেড় কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত স্টেশন এলাকায় কেন দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা নির্মূল করা যাচ্ছে না। উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে মাদকবিরোধী ক্যাম্পিং হলেও এই এলাকায় আজ পর্যন্ত কোনো বড় ধরনের সচেতনতামূলক উদ্যোগ দেখা যায়নি বলে অভিযোগ।

এক বাসিন্দা বলেন, “কারা মাদক বিক্রি করে আমরা সবাই জানি। কিন্তু মুখ খুললেই বিপদে পড়তে হয়।”

আরেক দোকানি জানান, মাদকসেবীদের উৎপাত বেড়ে যাওয়ায় এলাকায় ছিনতাই ও চুরির ঘটনা বাড়ছে। এমনকি মসজিদের দানবাক্স থেকেও টাকা চুরি হচ্ছে।

এ বিষয়ে পুলিশের কর্মকর্তারা বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে তাঁদের অবস্থান ‘শূন্য সহনশীল’। অভিযোগ পেলে যাচাই-বাছাই করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া প্রতিদিন পুলিশ মাদক ব্যবসায়ী ও সেবনকারীদের আইনের আওতায় আনা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গায় কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশদের সাথে দুর্ব্যবহার, তিন যুবক গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গায় পৌর এলাকার একাডেমি মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের চেকপোস্টে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও হুমকির অভিযোগে তিন যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত হলো রাজু ওরফে লোকাল রাজু, শাওন ওরফে লোকাল শাওনসহ তিনজনকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। সোমবার সকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) সূত্রে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে রাজু চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বাসিন্দা। তিনি পুরাতন মোটরসাইকেলের ব্যবসা করেন। অপরজন শাওন ওরফে লোকাল শাওনের বাড়িও একই উপজেলায়।

পুলিশ জানায়, গত শনিবার সন্ধ্যার পর চুয়াডাঙ্গা শহরের একাডেমি মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের চেকপোস্টে কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে অভিযুক্তরা অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। এ সময় তারা পুলিশের কাজে বাধা প্রদান করেন এবং হুমকি-ধামকি দেন বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে গতকাল রোববার (৪ জানুয়ারি) চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে রাজু, শাওনসহ তিনজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলার পর রাতেই জেলা গোয়েন্দা পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে।

এ বিষয়ে জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মশিয়ার রহমান বলেন, গ্রেপ্তারকৃতদের সকাল সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং যানবাহন চলাচলে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।

বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দর্শনায় দোয়া মাহফিল

দর্শনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

হয়েছে। দর্শনা পৌর বিএনপির ২ নম্বর ওয়ার্ডের আয়োজনে সোমবার দুপুরে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডে এ মিলাদ, দোয়া মাহফিল ও কাঙ্গালি ভোজ অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মোঃ আশাদুল মোল্লার সভাপতিত্বে এবং মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় দোয়া মাহফিল ও কাঙ্গালি ভোজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক সাবু তরফদার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, নাহারুল ইসলাম মাস্টার, শরিফুল ইসলাম শরীফ, ইকবাল হোসেন, মালেক মণ্ডল প্রমুখ। এ সময় সেখানে দর্শনা পৌর বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, গণতন্ত্র হত্যা করে কেউ টিকে থাকতে পারে না। দেশ আজ চরম দুঃশাসন, ভোট ডাকাতি ও দমন-পীড়নের শিকার। এই অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা।

পরে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা, দেশ ও জাতির মুক্তি এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন দর্শনা জামে মসজিদের পেশ ইমাম ওসমান হোসেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দামুড়হুদায় অবহিতকরণ সভা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৬ উপলক্ষে পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপ এবং গণভোট সম্পর্কিত অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (০৫ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১১টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে এ অবহিতকরণ সভা

অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অবহিতকরণ সভায় প্রথমে উপজেলা নির্বাচন অফিসার এম. ফাহিম ফয়সাল ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপ ও গণভোট সম্পর্কে মাল্টিমিডিয়া স্লাইড শোর মাধ্যমে ভোটদান বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন।

অবহিতকরণ সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল উপস্থিত সুধীজনদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে পোস্টাল ভোট ও ‘হ্যাঁ’–‘না’ ভোট নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। তিনি জানান, পোস্টাল ভোট সাধারণ ভোটারদের জন্য নয়। পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপে রেজিস্ট্রেশন করে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ভোটের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারগণ এবং কারাগারে আটক ভোটারগণ পোস্টাল ভোট দিতে পারবেন। পোস্টাল ভোট প্রদানকারী কোনো ব্যক্তি যদি ভোটের দিন আবার কেন্দ্রে ভোট দিতে যান, তাহলে তিনি ধরা পড়বেন এবং আইনানুগ ব্যবস্থার আওতায় আসবেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমান, কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা লীলিমা আক্তার হ্যাপী, সমাজসেবা কর্মকর্তা তোফাজ্জেল হক, সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিন, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসান, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, দামুড়হুদা বাজার বণিক সমিতির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক শাহজালাল বাবু, বিভিন্ন ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যানবৃন্দ, উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

দামুড়হুদায় শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের উপজেলা আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের উপজেলা আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকাল ৫টায় জেলা কমিটির উদ্যোগে এবং উপজেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের আয়োজনে ডুগডুগি বাজারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৩১ সদস্যবিশিষ্ট দামুড়হুদা উপজেলা আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। নবগঠিত এই কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে তরিফুল ইসলাম রানা এবং সদস্য সচিব হিসেবে সাইফুল ইসলাম মাস্টার মনোনীত হন।

অনুষ্ঠানে জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের যুগ্ম আহ্বায়ক আসাদুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুজ্জামান সুজন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব খন্দকার হারুন অর রশিদ সুমন, জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক শাফায়াত হোসেন উজ্জ্বল, বিপ্লব হোসেন, জীবননগর উপজেল শাখার আহ্বায়ক বশির উন নাজির, সদস্য সচিব হাসান ইমানসহ নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যবৃন্দ।

সভায় বক্তারা বলেন, শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদ ১৯৮২ সালে এরশাদ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় যখন ব্যানার নিয়ে আন্দোলন করা কঠিন ছিল, তখন এই সংগঠন শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের ব্যানারে রাজপথে মিছিল, সভা ও সমাবেশ করেছে এবং এরশাদ সরকারের পতনে ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে সংগঠনটি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন পায়।

বক্তারা আরও বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর পক্ষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে ভোট প্রার্থনা করতে হবে। সভা শেষে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের আহ্বায়ক আব্দুল হাই

মিয়া ও ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব খন্দকার হারুন অর রশিদ সুমনের স্বাক্ষরিত পত্রের মাধ্যমে দামুড়হুদা উপজেলা আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন প্রদান করা হয়।

অনুমোদিত কমিটির সদস্যরা হলেন আহ্বায়ক: তরিফুল ইসলাম রানা, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক: মাহাবুব হাসান তিতাস, যুগ্ম আহ্বায়ক: আলামিন হক টরিক, মাহাবুব আলম, আরাফাত মল্লিক, নুহু মণ্ডল, সাইফুল ইসলাম, সহিদুল হক, জামাল উদ্দিন, আজগার আলী, এনামুল হক, উমর আলী, সদস্য সচিব: সাইফুল ইসলাম মাস্টারসহ মোট ৩১ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে কমিটি ঘোষণা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুজ্জামান সুজন। উল্লেখ্য, শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর একটি সহযোগী সংগঠন।

চুয়াডাঙ্গার সীমান্ত এলাকায় সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি

যশোরে মাথায় গুলি করে বিএনপি নেতা আলমগীর হোসেন (৫৫) কে হত্যা করা হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নিহত আলমগীর হোসেন যশোর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও নগর বিএনপির সাবেক সদস্য ছিলেন। তিনি যশোর শহরের শংকরপুর এলাকার বাসিন্দা।

এ ঘটনায় দুর্বৃত্তরা গুলি চালানোর পর যাতে অপরাধীরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে পালিয়ে যেতে না পারে, সে লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

জানা গেছে, রবিবার ভোর আনুমানিক সকাল ৭টার দিকে ৬ বিজিবি

সতর্কতা জারি করে। ঘটনার পরপরই চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির অধিনায়ক তার দায়িত্বপূর্ণ জেলার সীমান্ত এলাকায় নজরদারি ও পাহারা জোরদার করেন এবং অতিরিক্ত বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়।

রবিবার (৪ জানুয়ারি) সকালে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়, অপরাধীদের দেশত্যাগ ঠেকাতে সীমান্ত এলাকায় নিশ্ছিদ্র নজরদারি নিশ্চিত করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিশেষ চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি নিয়মিত টহলের পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় টহল কার্যক্রম দ্বিগুণ করা হয়েছে।

এছাড়া সীমান্ত দিয়ে চলাচলকারী সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তল্লাশি করে দুষ্কৃতকারীদের আটকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলেও জানানো হয়।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান বলেন, “এই জঘন্য অপরাধে জড়িতরা যাতে কোনোভাবেই সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে, সে জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম রিজিয়ন, যশোর বিজিবির নির্দেশনায় সব ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।”

আলমডাঙ্গায় বিএনপির মতবিনিময় সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলা পৌর বিএনপি’র উদ্যোগে কর্মীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি আখতার হোসেন জোয়ার্দার এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো:শরীফুজ্জামান শরীফ।

প্রধান বক্তা আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি শহিদুল কাউনাইয়িন টিলু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক সফিকুল ইসলাম পিটু। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপি’র সভাপতি আজিজুর রহমান

পিন্টু, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক রোকন, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসিরুল ইসলাম সেলিম, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান আনিস।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন এর সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন, জেলা আইনজীবী ফোরাম এর আহ্বায়ক অ্যাড. আ স ম আব্দুর রউফ, জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব ও বাড়াদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তোবারক হোসেন, জেলা জাসাস এর সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল হাবিব সেলিম, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ফিরোজ সরোয়ার রোমান, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম হোসেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ম সম্পাদক হাজী মকবুল হোসেন, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপি’র যুগ্ম সম্পাদক মাহাবুল মাস্টার, সাংগঠনিক সম্পাদক খন্দকার কাজী সাচ্চু, আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষক দলের সাবেক আহ্বায়ক বোরহান উদ্দিন, আইলহাস ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিনহাজ উদ্দিন বিশ্বাস, কুমারী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মহাবুব হোসেন, বাড়াদী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মাসুদউর রহমান মাসুদ, বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান চান্দ আলী, আইলহাস ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল ওয়াহাব মাস্টার, হাড়দী ইউনিয়ন বিএনপির মইনদ্দিন মিয়া, কুমারী ইউনিয়ন বিল্লাল হোসেন, গাংনী ইউনিয়ন বিএনপির মামুনুর মামুন,কালিদাপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আইনাল হোসেন, সাধারন সম্পাদক আলমগীর হোসেন লালন, ডাউকি ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আব্দর হোসেন, সাধারন সম্পাদক সালাম সিরাজী, বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আমজাদ হোসেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি ঝন্টু মালিতা, সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, খাসকররা ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আব্দুর রশিদ, সাধারন সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক রাজা, নাগদাহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি বোরহান উদ্দিন, সাধারন সম্পাদক শাহীন আলম, আইলহাস ইউনিয়ন বিএনপির সাধারন সম্পাদক হারুন অর রশিদ, জেহেলা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শাহেদুজ্জাহ মিল্টন, সাধারন সম্পাদক আলাউদ্দিন খান আলা, বাড়াদী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি বকুল হোসেন, সাধারন সম্পাদক শুকুর আলী, গাংনী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রেজাউর রহমান রেজু, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আইনাল, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি টিপু সুলতান, সাধারন সম্পাদক আতাউল হুদা, বাড়াদী ইউনিয়ন বিএনপির ভারপ্তাত সভাপতি মনির হোসেন, সাধারন

সম্পাদক শফিউল ইসলাম, জামজামি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শাহ আলম, সাধারন সম্পাদক পলাশ আহমেদ,খাদিমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শেরেগুল ইসলাম বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক লালন ইসলাম, চিতলা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রাজিব ফেরদৌস হাসান পাপেন, সাধারণ সম্পাদক মহাসিন আলী বিশ্বাস, সভাপতি জেলা যুবদলের নেতা মাগরিবুর রহমান মাগরীব, আইলহাস ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সভাপতি তোজ্জামেল হক মাস্টার, জামজামি ইউনিয়ন লিয়াকত আলী, কুমারী ইউনিয়ন বিল্লাল হোসেন, হাড়দী ইউনিয়ন নাসির উদ্দিন, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন সন্টু মিয়া, বেলগাছি ইউনিয়ন আব্দুল মজিদ, সাবেক ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান চান্দ আলী, ডাউকী ইউনিয়ন আব্দুল হান্নান, গাংনী ইউনিয়ন মামুনুর রশীদ মামুন, কালিদাসপুর ইউনিয়ন ময়নয়উদ্দিন, আব্দুর রহিত, খাসকররা নওশদ মাস্টার, চিতলা ইউনিয়ন আব্দুল হালিম,নাগদাহ ইউনিয়ন আব্দুর রশিদ হ্যাবা, যুবদল নেতা সুন্নত আলী, বাড়াদী ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ।

আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা যুবদলের সহ-সাধারন সম্পাদক হাফিজ উদ্দিন হাবলু, শফিকুল হক সালাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক মীর উজ্জ্ল, সদস্য সচিব রফিকুল ইসলাম পৌর যুবদলের আহবায়ক নাজিম উদ্দীন মোল্লা, যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল কাদের, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি খন্দকার আরিফ, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি কৌশিক কাউনাইন রুবেল, আলমডাঙ্গা উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মোঃ এমদাদ হোসন, সদস্য সচিব রাজু, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব রাসেল আহমেদ, আলমডাঙ্গা পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আতিক হাসান রিংকু, সদস্য সচিব তন্ময় আহমেদ, আলমডাঙ্গা পৌর সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকারিয়া হোসেন শান্ত প্রমুখ।